সিডনীতে নাটক 'পরীজান'

কর্ণফুলী প্রতিবেদন

সিডনী'র বাংলাদেশী রেডিও অনুষ্ঠানগুলো মাইক্রোফোন হাতে সাজানো সাক্ষাৎকার ও আলাপচারিতা করে প্রবাসী কমিউনিটিতে যে শুধু সংঘাত, হিংসা ও বিদ্বেষ প্রচার করে তা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নয়টি বাংলা রেডিও চ্যানেলের মধ্যে প্রায় চারটি চ্যানেল এই গর্হিত কাজ থেকে এখনো অনেক দুরে। 'একুশে বেতার' নামে এফ.এম - ১০০.৯ থেকে প্রতি রবিবার দুপুর আড়াইটা থেকে চারটা পর্যন্ত যে বাংলা অনুষ্ঠানটি প্রচার হয় সেটি এ চারটি চ্যানেলের অন্যতম। একুশে বেতারের পরিচালক, প্রযোজক ও উপস্থাপক জনাব মিজানুর রহমান (তরুন) একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্যে অস্ত্র কাঁধে সমরে লড়েছিলেন তিনি তখন শত্রুর বিরুদ্ধে ঠিক যেমনিভাবে এখন প্রবাসে বাংলার মৌলিক কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিকে সাথে করে লড়ছেন অপসাংস্কৃতির বিরুদ্ধে। চীরসবুজ ও মোহণীয় কণ্ঠের এ ব্যক্তিত্বটি দীর্ঘদিন ধরে সিডনীতে বাংলাদেশী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। তিনি একজন গাইয়ে, তার দরদী কণ্ঠে দেশাত্ববোধক গানের সুর হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

তাঁর পরিচালিত ও প্রযোজিত বাংলা অনুষ্ঠান 'একুশে বেতার' সিডনীর বাংলাদেশী রেডিও সাংস্কৃতির ইতিহাসে এবার প্রথম একটি চমক দিলেন। সম্পুর্ণ নিজস্ব উদ্যেগে পাবনা শহরের কিছু অপেশাধারী নাট্যশিল্পী দিয়ে তিনি সৃষ্টি করলেন অতি পেশাধারী একটি 'শ্রুতি নাটক'। সিডনীতে আর কোন রেডিও অনুষ্ঠান এরকম মহতী উদ্যেগ নিয়ে মফস্বল শহরের শিল্পীদের প্রবাসে পরিচিত করেননি। সোয়া ডলারের সিডিতে রেকর্ডেড গান বা নাটক কিনে অন্যান্য বাংলা রেডিওরা হয়তবা আগে কিছু শুনিয়েছেন। ঐ সকল পরিবেশনায় নিজস্ব কোন কৃতিত্ব থাকেনা। কিন্তু একুশে বেতার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার উদ্যেগ নিয়ে সেদিন সকল সিডনীবাসী বাঙালিকে শুনিয়ে দিলেন একটি রেডিও নাটক 'পরীজান'। নাটকের মূল কাহিনী লিখেছেন ফিরোজ খোন্দকার এবং পরিচালনা করেছেন মঞ্জুরুল আহসান দোলন। নাটকের কলাকুশলী সকলেই পাবনা শহরবাসী। রেডিওতে অভিনয় করার দক্ষতা কারো না থাকলেও তাদের কারো প্রতিভা উপেক্ষা করার মতো নই। 'একুশে বেতারে' সেদিন পরীজান নাটকটি শুনে অনেক শ্রোতা মন্তব্য করেছেন যে ক্লোজ-আপের নোলকের মত কত নোলক এখনো বাংলার বুকে অনাবিস্কৃত রয়ে গেছে। কে খোঁজ রাখে এ সকল প্রতিভাদের। দুদণ্ড সময় নিয়ে কে শোনে এ সকল সুপ্ত মেধাবীদের। ভোগবাদী সমাজব্যবস্থায় অর্থের পেছনে দৌড়ে জীবনের সিংহভাগ চলে যায় প্রায় সকলের। ভুপৃষ্ঠে উপার্জিত সকল অর্থ আর বৈভব ছেড়ে নিস্বঃহাতে চলে যায় ভুতলে সকলে, তবুও অর্থ সকল অর্থের(!) মূল! কিন্তু নাটকের মূল চরিত্র গ্রামের এক অবলা নারী পরীজান সেদিন তার প্রতিবাদী কণ্ঠে আমাদের জানিয়ে গেলেন, অর্থ নয়, নৈতিকতা ও আত্মসম্মানই মানবতার মূল্যবোধ।

শুষ্ক ও অনাদ্র হাওয়ায় পোড় খাওয়া সিডনী'র বাংলাদেশী রেডিও শ্রোতাদেরকে গত হপ্তায় জনাব তরুন নিয়ে গেলেন সেই কোমল চীরসবুজ গ্রাম বাংলাতে। ঠিক যেখানে ফিরে আসতে

আকাঙ্খা করেছিলেন কবি জীবনান্দ দাশ তার 'আবার আসিব ফিরে' কবিতার ভাষাতে। রাখালী বাঁশির সুর আর সুউচ্চ ডালে বসা কোকিলের গানের সুরে রবিবারের সুন্‌সান নিস্তব্ধ অলস দুপুরে কানে রেডিও লাগিয়ে অনেকের মন হারিয়ে গিয়েছিল সেদিন। ষাট-সত্তুর দশকে বিনোদন বলতে যেমন ছিল দুপুরের আকাশবাণী অথবা বাংলাদেশী রেডিও গুলোর শ্রুতিনাটক। মধ্যবয়সী প্রায় সকল শ্রোতা সেদিন সিডনীতে সেই আমেজটুকু পেয়েছিলেন। কাহিনীর মূলচরিত্র পরীজানকে অবচেতন মনে হাজার মাইল দুর প্রবাসে, প্রশান্ত মহাসাগর পাড়েও সেদিন চোখমুদে দেখেছিল সকল রেডিও শ্রোতারা।

কর্ণফুলী'র কয়েকজন নিয়মিত পাঠক গত এক হপ্তা ধরে ফোন করেছে মিজানুর রহমান তরুনের গত হপ্তার রেডিও নাটকটি বিষয়ে। নাটকটি ওয়েবসাইটে শুনে ফোনে জানিয়েছেন পুর্তুগালের রফিক খান, অকল্যান্ডের সুরাইয়া বেগম ও ইট্‌লির মিলানের শান্তা রহমান। বারবার ধন্যবাদে ভুষিত করেছে মিজানুর রহমান তরুনের এ নিবেদনকে। তাদের অনুপ্রেরণায় কর্ণফুলী গেল হপ্তায় এ নাটকের মূল উদ্যেক্তা ও প্রযোজক জনাব তরুনের সাথে টেলিফোনে কথা বলেন। নাটকের পেছনের কিছু গল্প তিনি কর্ণফুলী'র অগনিত পাঠক ও শ্রোতাদের জন্যে জানালেন। গতবার তরুণ দেশে যখন বেড়াতে গিয়েছিলেন তখন একদিন বাল্যকালের বন্ধুবান্ধবদের সাথে আড্ডা দিতে গিয়ে হঠাৎ পরিকল্পনা করে এরূপ একটি রেডিও নাটক তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেন। নাট্যশিল্পী ও কলাকুশলীরা সকলে পাবনা শহর ঘিরে বসবাস করেন। কেউ সরকারী আঞ্চলিক চাকুরে, কেউ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ছাত্র/ছাত্রি অথবা কেউ শিক্ষিত বেকার। সকলে সৌখিন নাট্যকর্মী। তবে নাটকটির রচয়িতা ফিরোজ খন্দোকার মাঝে-সাঁঝে বাংলাদেশী একটি এন-জি-ও 'ব্রাক' এর জন্যে গ্রামানঞ্চলে শিক্ষনীয় নাটকে অভিনয় ও নাটক লিখে থাকেন। ষ্টুডিও ঢের দুরের কথা এমনকি সঠিকভাবে নাটক রেকর্ড করার কোন যন্ত্রপাতিও তাদের ছিলনা। তবুও সাধ্যাতিত চেষ্টা করে তারা সকলে অপুর্ব একটি নাটক 'পরীজান' সিডনীবাসী বাংলাদেশীদেরকে উপহার দিয়েছেন। গ্রামের একদল বালকের চড়ুইভাতির মতো জিনিসপত্র ধার-উধার করে মফস্বলের একটি মাইকের দোকানকে ষ্টুডিও বানিয়ে তৈরী করে ফেলে 'পরীজান'। নাটকের আবহ সংগীত ও প্রতিটি শিল্পী'র কণ্ঠ অভিনয় ছিল অপুর্ব। শ্রোতারা কেউ আন্দাজ করতে পারেনি অপেশাধারী শিল্পী দিয়েও এতো নিখুঁত একটি শ্রুতি-নাটক হতে পারে। পাবনার আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হলেও নাটকটি সকল শ্রোতার কাছেই ছিল সহজ বোধগম্য। অষ্ট্রেলিয়ার প্রবাসী সমাজে অতিতে কখনো কোন বাংলাদেশী আঞ্চলিক নাটক প্রচার হয়নি। সেই অর্থেও মিজানুর রহমান তরুণ প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে একজন পথিকৃৎ হিসেবে থাকবেন স্মরণীয়।

পরীজান সিডনীতে প্রথম প্রচারিত হলেও অপেক্ষার সারীতে দাঁড়িয়ে আছেন রাজশাহী রেডিও। আগামী যেকোন দিন রাজশাহী রেডিওতে নাটকটি পুণঃপ্রচার করা হবে। তবে সিডনীতে যারা 'পরীজান' এখনো শুনেনি তাদের জন্যে একুশে বেতারের নিজস্ব ওয়েব সাইটে এখনো নাটকটি দেয়া আছে। জনাব তরুন তার 'একুশে বেতার' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, তাদের মৌলিক প্রযোজনায়, এখন থেকে বছরে অন্তত দুটি বাংলা শ্রুতি-নাটক সিডনীবাসী বাঙালীদের উপহার দেবেন বলে জানালেন। সেই সুত্রে আসছে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে তিনি একই শিল্পীগোষ্ঠি দিয়ে তার দ্বিতীয় শ্রুতি-নাটকটি প্রচার করবেন।

কর্ণফুলী'র বিশেষ প্রতিবেদন